ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং ঃ ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/৭০৫ তারিখঃ ১১/০৮/২০২১

বার্তা সম্পাদক
দৈনিক প্রথম আলো
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য।**

০৭ আগষ্ট, ২০২১ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার নিয়মিত সংস্করণের তৃতীয় পাতায় **'চলতি' ও 'অতিরিক্তই' ১৬৩ জন- ঢাকা ওয়াসাঃ বছরের পর বছর অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে চালানো হচ্ছে। দায়িত্ব দেয়ার ক্ষেত্রে ওয়াসার চাকরি প্রবিধানের ব্যত্যয় ঘটছে-** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টি গোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরূপঃ

০৪ আগষ্ট, ২০২১ তারিখে আপনাদের পত্রিকার সাংবাদিক/প্রতিবেদক জনাব শামসুর রহমান হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজিং এর মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসা ব্যবস্থাপনা পরিচালকসহ উর্ধতন কর্মকর্তাদের মোবাইল ফোনে চলতি ও অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন পাঠান, যার উত্তর সদয় অবগতির জন্য প্রতিবেদকসহ আপনার বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছিল (কপি সংযুক্ত)।

তাঁর দেয়া সকল প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর দেয়ার পরও গত ০৭ আগষ্ট, ২০২১ উল্লেখিত শিরোনামে বিভ্রান্তিমূলক সংবাদ পরিবেশন করেন। এরুপ সংবাদ পরিবেশনের প্রক্রিয়াটি চলমান আছে যা দুরভিসন্ধিমূলক এবং অনভিপ্রেত। ঢাকা ওয়াসাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এ ধরনের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। একটি সেবা সংস্থার উপর উদ্দেশ্য প্রনোদিতভাবে নেতিবাচক খবর ছাপানো একটি জাতীয় পত্রিকার জন্য অশোভনীয়। প্রতিবেদনে দেখা যায়, ২ জন প্রকৌশলীর নাম উল্লেখ করে দায়িত্ব দেয়ার বিষয়ে পুনরায় প্রশ্ন রাখা হয়েছে। প্রতিবেদক একবারও ভেবে দেখেননি যে, একজন সৎ, যোগ্য ও দক্ষ প্রকৌশলী ভালো প্রশাসক হতে পারেন এবং ওয়াসা আইনের সাথে তা সাংঘর্ষিক না। কিন্তু একজন প্রশাসক প্রকৌশলীর দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। কারন, প্রকৌশলের সাথে প্রযুক্তির সম্পর্ক।

যাহোক, প্রতিবেদকের জ্ঞাতার্থে আবারও জানানো যাচ্ছে যে, প্রকৌশলী এস. এম মোস্তফা কামাল মজুমদার ২০১৯ সালে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তার অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহনের পর রাজস্ব আদায় কয়েকগুন বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, দূর্নীতি প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। সর্বোপরি রাজস্বখাতে শৃংখলা ফিরে এসেছে। ইতোপূর্বে উক্ত পদে ডেপুটেশনে একজন উপ-সচিবকে দায়িত্ব দেয়া হলেও বর্তমানে জনাব মোস্তফা কামাল মজুমদারকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। গত দুই বছরের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে রাজস্ব ব্যবস্থাপনা ও আদায় অতীতের যেকোন সময়ের তুলনায় ভাল হচ্ছে। তাছাড়া কোন প্রতিষ্ঠানে উপযুক্ত কর্মকর্তা না থাকলে সেক্ষেত্রে একজন কর্মকর্তাকে ডেপুটেশনে প্রেরণের জন্য সরকারকে অনুরোধ করা হয়। বর্তমানে ঢাকা ওয়াসায় যোগ্য কর্মকর্তা থাকার কারণে ডেপুটেশনে এখন কোন কর্মকর্তা প্রেরণের জন্যও সরকারকে অনুরোধ করা হচ্ছে না। আবার ঢাকা ওয়াসার বিদ্যমান অর্গানোগ্রামে কিছুটা অসংগতি থাকার কারণে সব সময় পদোন্নতি দেয়ার মাধ্যমে কর্মকর্তা নিয়োগের সুযোগ হয়ে ওঠে না। সেকারণেও চলতি বা অতিরিক্ত দায়িত্ব দেয়ার প্রয়োজন পড়ে। অর্গানোগ্রামের উক্ত অসংগতি দূরীকরণের জন্য ঢাকা ওয়াসার একটা যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রনয়নের পর্যায়ে আছে। ফলে ঢাকা ওয়াসায় বর্তমানে যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অতিরিক্ত দায়িত্ব বা চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে সেখানে কোন বিধি/বিধানের ব্যত্যয় ঘটায়নি।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক প্রথম আলো"** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের পক্ষে

১১/৮/২০২১

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।